জিহাদের বরকতময় কাফেলার যুবকদের প্রতি পরামর্শ

শাইখ আবু আবদুর রহমান মাহাদ ওয়ারসামি
(হাফিজাহুল্লাহ)

প্রথম পরামর্শ
আল্লাহর নিয়ামতগুলো স্বীকার করুন

১৪৪২ হি. / ২০২১

জিহাদের বরকতময় কাফেলার

যুবকদের প্রতি পরামর্শ

প্রথম পরামর্শ

আল্লাহর নিয়ামতগুলো স্বীকার করুন

মূল

শাইখ আবু আবদুর রহমান মাহাদ ওয়ারসামি

(হাফিজাহুল্লাহ)

অনুবাদ

বিন ফারহান

সম্পাদনা

আবদুল্লাহ মানসুর

بسم الله الرحمان الرحيم

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।” [সূরা আন-নিসা: আয়াত ১০০]

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা’য়ালার জন্য, যিনি আমাদেরকে মুসলিম বানিয়েছেন এবং আমাদেরকে এমন ভূমিতে বসবাস করা থেকে রক্ষা করেছেন, যেগুলোর ওপর তিনি সন্তুষ্ট নন; যেগুলো কাফের ও খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা’য়ালার জন্যই।

আমি আপনাদের সামনে কিছু পরামর্শ সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে চাই। পরামর্শগুলো গভীর চিন্তার দাবি রাখে। এগুলো আমাদের উপলব্ধিকে সংশোধন করতে, নিজেদের চিন্তাচেতনাকে শাণিত করতে, এবং আল্লাহর পথে নিজেদের পদযুগলকে দৃঢ় রাখতে সহায়ক হবে।

এই পরামর্শগুলো আমাদের মুজাহিদ ভাইদের উদ্দেশ্যে, যারা আল্লাহ তা’য়ালার অশেষ মেহেরবানিতে জিহাদের ভূমিতে পৌঁছাতে পেরেছেন এবং যাদেরকে আল্লাহ তা’য়ালা বিভিন্ন প্রকার সমস্যার বোঝা থেকে মুক্ত করেছেন, সত্যের পথে পরিচালিত করেছেন, কুফফার ও মুরতাদদের শাসনে বসবাস করার যন্ত্রণা থেকে

মুক্তি দিয়েছেন, এবং জিহাদের ভূমিতে মুক্তভাবে তাঁর ইবাদত করে সম্মানের সাথে জীবনযাপন করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তা'য়ালা মুজাহিদদের সাথে ও'য়াদা করেছেন, যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ভূমি থেকে হিজরত করেছে এবং নিজেদের পরিবারকে পেছনে রেখে এসেছে, তিনি তাদেরকে সহজ এবং প্রশান্তিদায়ক জীবন দানের মাধ্যমে এই ত্যাগের প্রতিদান দিবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা কুরআনে বলছেন,

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" [সূরা আন-নিসা: আয়াত ১০০]

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন,

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ

"হে আমার বান্দাগণ, যারা ঈমান এনেছ, নিশ্চয়ই আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।" [সূরা 'আনকাবূত : আয়াত ৫৬]

এই উপকারী পরামর্শগুলো শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবি (রহিমাহুল্লাহ) আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। তিনি সোমালিয়ায় জিহাদের উত্থানের জন্য অনেক কুরবানি করেছিলেন। তাই শাইখ আবু জুবায়ের (তাক্বাব্বালাল্লাহ) তাঁকে "দুঃসময়ের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতকারী" উপাধীতে ভূষিত করেছেন। আমরা আল্লাহর

কাছে শাইখের জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করি এবং তাঁর উপদেশ থেকে উপকৃত হওয়া মানুষদের কাতারে আমাদেরকে শামিল করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করি।

প্রথম পরামর্শ: আল্লাহর নিয়ামতগুলো স্বীকার করুন

একজন মুজাহিদের জন্য আমার পরামর্শ হলো, আল্লাহ তা'য়ালা আজ আপনাকে যে নিয়ামত দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন, তা যথাযথ উপলব্ধি করতে হলে স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা যখন আপনি নিজের এলাকায় পরিবারের সাথে বসবাস করতেন। স্মরণ করুন, জিহাদ করার জন্য আপনি কতটা উন্মুখ ছিলেন এবং মুজাহিদদের সারিতে যুক্ত হতে কত আকাঙ্খা পোষণ করতেন! স্মরণ করুন, আপনি মন থেকে কত দৃঢ়ভাবে একজন মুজাহিদ হতে চাইতেন, যে কিনা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে।

স্মরণ করুন, আপনি কীভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন, দিন-রাত তাঁর নিকট দু'আ করতেন, আপনাকে জালিমের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতেন এবং সাহায্যকারী পাঠাতে বলতেন। আমরা আশা করি আল্লাহ আপনার দু'আকে কবুল করেছেন এবং আপনি যা চেয়েছিলেন তার সবটাই দিয়েছেন; হয়তো তার চেয়েও বেশি দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা আপনার কষ্টগুলো সুখ দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন এবং আপনাকে বিভিন্ন সমস্যার বোঝা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেছেন, নিরাপদ ভূমিতে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিয়েছেন। যারা আপনাকে ভালোবাসে, সমর্থন করে এবং প্রতিরক্ষা করতে ইচ্ছুক, তাদের সাথে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে মুজাহিদদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, যাদেরকে দেখে আপনি আনন্দিত হতেন। অবশেষে আপনি তাদের অংশ হয়ে গিয়েছেন এবং শরীয়ার সু-শীতল ছায়াতলে একটি ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বলেন,

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

“আর যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করো, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।” [সূরা নাহল: আয়াত ১৮]

সুতরাং, যদি আল্লাহ আপনার উপর এত বিশাল অনুগ্রহ করেন, তবে আপনাকে অবশ্যই দিন বদলের সাথে সাথে ক্লান্ত হয়ে পড়া থেকে সতর্ক হতে হবে; যে উদ্দেশ্য নিয়ে জিহাদে এসেছিলেন, ধীরে ধীরে তা থেকে যেন বিচ্যুত না হয়ে যান—এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

হে আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাই, যাকে আপনি গতকাল সত্য জেনে এসেছেন তাকে মিথ্যা জ্ঞান করা হতে সতর্ক থাকুন। অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হোন, যার কারণে আপনি নিজেই আপনার চির আকাঙ্ক্ষিত জিহাদকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারেন। নিজের ভাইদেরকে শত্রু ভেবে ঘৃণা করা থেকে সতর্ক থাকুন, যেই ঘৃণার বশে আপনার চোখ তাদের ভালো কাজগুলো দেখা বন্ধ করে দেয়। পরিশেষে সতর্ক থাকুন সেই বিষয়ে, যা আপনাকে আল্লাহর দেওয়া সকল নিয়ামতকে ভুলিয়ে দেয়।

ইবনে বাত্তার লিখিত ‘আল-ইবানা আল-কুবরা’-তে ইবরাহীমের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: “আমাদের পূর্বেকার সৎ লোকেরা আল্লাহর ব্যাপারে গাফেল হওয়াকেই দ্বীনের ক্ষেত্রে মুনাফিকি মনে করতেন।”

একদিন আবু মাস’উদ বদরী (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) হুযাইফা (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর কাছে এসে বললেন, “আমাকে নসিহত করুন”। হুযাইফা (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কি এখনও আপনার ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চয়তার স্তরে পৌঁছাননি?” উত্তরে আবু মাস’উদ (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) বললেন, ”আমার রবের শ্রেষ্ঠত্বের কসম, আমি পৌঁছেছি”। তারপর হুযাইফা (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) বললেন, “জেনে রাখুন, পথভ্রষ্টতার স্বরূপ হলো এমন কিছু ত্যাগ করা যা আপনি গতকাল গ্রহণ করেছিলেন, এবং এমন কিছু গ্রহণ করা যা আপনি গতকাল ত্যাগ করেছিলেন। মুনাফিকির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর দ্বীন একটাই। [আব্দুর রাজ্জাক এবং বাইহাক্বী থেকে বর্ণিত]